০৭ ডিসেম্বর ২০২৩

<u>বিষয়: বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত একটি এলসি ধারার বিষয়ে স্পষ্টীকরণ।</u>

প্রিয় সম্মানিত সদস্য, সহকর্মী, বন্ধু এবং শুভাকাঙ্ক্ষীগণ,

আসসালামু আলাইকুম।

আপনারা দেখছেন যে সাম্প্রতিক সময়ে একটি নির্দিষ্ট কারখানার কাছে ক্রেতার পাঠানো এলসি ক্লজ সংক্রান্ত একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের বিষয় নিয়ে একটি বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে, যা সঠিক নয়। বিষয়টি মিডিয়ায় গুরুত্ব পেয়েছে এবং জনমনে আতঙ্ক ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। তাই এই বিষয়ে যেকোন বিভ্রান্তি দূর করার জন্য সঠিক তথ্য ও ঘটনা শেয়ার করার জন্য লিখছি।

বহুল আলোচিত এলসি'টি জেডএক্সওয়াই ইন্টারন্যাশনাল কর্তৃক 'কারিবান' নামে একজন ফরাসি ক্রেতা কর্তৃক জারি করা একটি মাস্টার এলসি'র বিপরীতে ট্রান্সফার করা হয়েছিলো। জেডএক্সওয়াই বিজিএমইএ এর সদস্য 'নিট কনসার্ন' এর অনুকূলে এলসি'টি হস্তান্তর করে। বিজিএমইএ এলসি'র কপি সংগ্রহ করেছে। এটি স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক দুবাই জারি করেছে। এলসিতে নিম্নলিখিত বিষয় রয়েছে -

"আমরা জাতিসংঘ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইইউ, যুক্তরাজ্য কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা আরোপিত কোনো দেশ, অঞ্চল বা দলের সাথে লেনদেন প্রক্রিয়া করবো না। নিষেধাজ্ঞার কারণগুলোর জন্য আমরা কোনও বিলম্ব, নন-পারফরমেন্স বা/ তথ্য প্রকাশের জন্য দায়ী নই।"

বিজিএমইএ জেডএক্সওয়াই এর কাছে এ ধরনের ধারার বিষয়ে ব্যাখ্যা চেয়েছে। আমরা জেডএক্সওয়াই থেকে একটি আনুষ্ঠানিক ব্যাখ্যা পেয়েছি, সেইসাথে মূল ক্রেতা কারিবান এর কাছ থেকেও একটি স্পষ্টীকরণ বিবৃত্তি পেয়েছি, যা থেকে পরিস্কারভাবে বোঝা যায় যে

ক) কারিবান জেডএক্সওয়াই ইন্টারন্যাশনালের অনুকুলে তার মাস্টার এলসিতে এই ধারাটি সন্নিবেশিত করেনি।

খ) ধারাটি স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক দুবাই দ্বারা সন্নিবেশিত করা হয়েছিল, যা তারা ৩০ নভেম্বর ২০২২ সাল থেকে প্রতিটি এলসিতে করে আসছে।

গ) ধারায় বলা নেই যে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে কোনো নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

ঘ) জেডএক্সওয়াই ইন্টারন্যাশনাল নিশ্চিত করেছে যে তারা এলসি এর ধারাটি সরিয়ে ফেলবে এবং প্রয়োজন হলে তারা সেই ধারা ছাড়াই একটি নতুন এলসি ইস্যু করবে।

সুতরাং, এলসি ধারার কারণে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হতে পারে, এমন গুজব ভিত্তিহীন ও ভুল।

এটা উল্লেখ্য যে এলসিগুলো ব্যক্তিগত বাণিজ্যিক ইনস্ট্রুমেন্ট, সংবিধিবদ্ধ আদেশ বা বিজ্ঞপ্তি নয়। সুতরাং এলসিকে বাংলাদেশের উপর বাণিজ্য ব্যবস্থা প্রয়োগ বা অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপের বার্তা হিসাবে ভুল ব্যাখ্যা করা উচিত হবে না। বিজিএমইএ আমাদের কূটনৈতিক মিশন থেকে বা কোনও অফিসিয়াল সোর্স থেকে বানিজ্য নিষেধাজ্ঞা বা বাণিজ্য ব্যবস্থা আরোপের কোনও তথ্য পায়নি।

এই প্রেক্ষাপটে, আমরা সকল মূল্যবান ব্র্যান্ড, রিটেইলার এবং তাদের এজেন্টদের বাহ্যিক ইস্যুগুলোর সাথে বাণিজ্যকে মিশিয়ে জটিল না করে তোলার জন্য, বিশেষ করে এই ধরনের বিভ্রান্তি তৈরি করে এমন কোনও অপ্রয়োজনীয় ধারা সন্নিবেশ না করার জন্য অনুরোধ করছি। আমরা আমাদের সদস্যদের অনুরোধ করছি যে এই ধরনের ধারা থাকা কোনো এলসি গ্রহণ না করার জন্য এবং সংশ্লিষ্ট ক্রেতাদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য, যদি এলসি-তে এই ধরনের ধারা পাওয়া যায় তাহলে তাদেরকে স্পষ্টীকরণ এবং সংশোধনের অনুরোধ জানানোর আহবান জানাচ্ছি ।

বিশ্ব বাণিজ্যের দৃশ্যপট দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে; মানবাধিকার এবং পরিবেশগত ডিউ ডিলিজেন্স ক্রমবর্ধমানভাবে অগ্রাধিকার পাচ্ছে, অন্যদিকে ভূ-রাজনৈতিক বিষয়গুলোও বাণিজ্যকে প্রভাবিত করছে। যেহেতু বাংলাদেশের অর্থনীতি এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাণিজ্যের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল, তাই বাণিজ্য নীতি সংক্রান্ত যে কোনো নতুন বিষয় আমাদের জন্য উদ্বেগের বিষয়।

দায়িত্বশীল উৎপাদন এবং টেকসই ব্যবসায়িক অনুশীলনকে অগ্রাধিকার দিয়ে আমরা পোশাক শিল্পে পরিবেশগত টেকসই উন্নয়ন এবং শ্রমিকদের কল্যান প্রভৃতি ক্ষেত্রগুলোতে দৃষ্টান্তমূলক অগ্রগতি অর্জন করেছি। শ্রমিকদের অধিকার এবং কল্যাণকে আমরা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছি। আমরা সবুজ শিল্পায়নে বিশ্বে একটি শীর্ষস্থানীয় অবস্থান অর্জন করেছি। বাংলাদেশ সরকার ২০২৫ সালের মধ্যে একটি শ্রম রোডম্যাপ বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং এটি বাস্তবায়নের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বিশ্বের সেরা পারফর্মিং বেটার ওয়ার্ক কারখানাগুলোর মধ্যে কয়েকটি বাংলাদেশে রয়েছে। অতএব, আমরা একটি ইতিবাচক ট্র্যাকে আছি। তবে এর মাধ্যমে আত্মতুষ্টির কোন জায়গা নেই। আমাদের অগ্রগতির ধারা ধরে রাখতে হবে এবং আরও উন্নতি করতে হবে। আমাদের ব্যবসায়িক মডেল, কৌশল এবং উৎপাদন কর্মকান্ডগুলো পরিমার্জন করে ইএসজি (পরিবেশ, সামাজিক এবং শাসন) অগ্রাধিকারগুলোর সাথে একিভূত করতে হবে। আমাদের বৈশ্বিক অবস্থান বজায় রাখতে এবং পরিকল্পিত প্রবৃদ্ধি অনুসরণ করার জন্য সাসটেইনেবিলিটিকে ব্যবসায় একিভূত করতে হবে এবং আমাদেরকে এ ব্যাপারে সক্রিয় হয়ে কাজ করতে হবে। আমরা যদি দায়িত্বশীল হই এবং সক্রিয়ভাবে কাজ করি, তাহলে আমরা কোন হুমকির সম্মুখীন হবো না।

শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার ও কল্যান সমুন্নত রাখার জন্য আমাদের শিল্প যে সমস্ত উদ্যোগ নিয়েছে, অগ্রগতি অর্জন করেছে এবং টেকসই কৌশলগত রূপকল্প ২০৩০ অনুসরণ করে এগিয়ে যাচ্ছি, তার পরিপ্রেক্ষিতে

পোশাক শিল্পের বিষয় থাকলে সেখানে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের নিষেধাজ্ঞা আরোপের কোনো ভিত্তি নেই। যাহোক, আমরা আমাদের সরকারের সাথেও কাজ করছি যাতে করে যে কোন সমস্যা বা উদ্বেগ কূটনৈতিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে সমাধান করা হয় যাতে করে শিল্পের অগ্রগতি অব্যাহত থাকে, শ্রমিকদের কর্মসংস্থান সুরক্ষিত থাকে, সর্বোপরি দেশের অর্থনীতির অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত রাখা যায়।

শুভেচ্ছান্তে,

ফারুক হাসান
সভাপতি, বিজিএমইএ